সমকাল

তারিখ 13 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কলেজ তহবিল থেকে টাকা তুলে অডিট ঘুষ!

■ মনোজ সাহা, *গোপালগঞ্জ*

গোপালগঞ্জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অনিয়ম-দুর্নীতি আড়াল করতে কলেজ তহবিল থেকে সরকারি অডিট টিমকে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কলেজ থেকে 'সচেতন শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ' পরিচয়ে এ মর্মে লিখিত অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগকারীরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ২৬ ও ২৭ এপ্রিলের এ কলেজের চেক, রেজিস্টার ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট যাচাই করলেই ঘটনার সত্যতা পাওয়া যাবে।

অভিযোগ অনুসারে, কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অশোক কুমার সরকার অডিট কমিটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার কথা বলে কলেজের উন্নয়ন তহবিল থেকে গত ২৬ ও ২৭ এপ্রিল ৭০ হাজার, সাহিত্য ও সংস্কৃতি তহবিল থেকে ৫০ হাজার, বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৫ হাজার, হোস্টেল তহবিল থেকে ১২ হাজার, একাদশ শ্রেণির বার্ষিক, অনার্স তৃতীয় বর্ষ ও মাস্টার্স শেষ পর্বের পরীক্ষা তহবিল থেকে ১৫ হাজার টাকাসহ সব মিলিয়ে মোট ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করেন।

অধ্যক্ষ প্রফেসর অশোক কুমারের কাছে জানতে চাইলে তিনি টাকা দেওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, 'গোপালগঞ্জ সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ থেকে শুরু করে দেশের সব কলেজেরই অডিট করার সময় অডিট কমিটিকে টাকা দিতে হয়। আমিও অডিট কমিটিকে বেশ কিছু টাকা দিয়েছি।'

তবে অধ্যক্ষ টাকার পরিমাণ জানাতে অস্বীকার করেন। তিনি কলেজ তহবিল থেকেও দেননি বলে জানান। 'এ টাকা বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করে দিয়েছি'।

গত ২৪-২৬ এপ্রিল তিনদিন গোপালগঞ্জ শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজে ঢাকা স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তরের এসএএস সুপার মো. আনোয়ার হোসেন সিকদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের অডিট টিম ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিরীক্ষা পরিচালনা করে। অডিট কমিটি কলেজের অধ্যক্ষ অশোক কুমার সরকারের বিরুদ্ধে অসংখ্য আপত্তির কথা সবার সামনে প্রকাশ্যে জানান। অডিট টিমের মো. অনোয়ার হোসেন সিকদারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সরকারি কাজে টিম নিয়ে ওই কলেজে গিয়েছিলেন। যেসব ত্রুটি পেয়েছেন তা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কোনো টাকা নেননি। অভিযোগকারীদের মতে, অবৈধ অর্থ লেনদেন করে অডিট টিমকে দিয়ে অধ্যক্ষ উত্থাপিত সব আপত্তি প্রকাশ করার বদলে সহজে নিষ্পত্তিযোগ্য অল্প কয়েক আপত্তি প্রকাশ করান। সহজে দুর্নীতি ও অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে তিনি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন এবং সচরাচর কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

অভিযোগ অনুসারে, বর্তমান অধ্যক্ষ ২০১৩ সালের ২৬ নভেম্বর যোগদানের পর থেকেই কলেজের সব ফান্ড থেকে অর্থ আত্মসাৎ শুরু করেন। এ ছাড়া সিসি ক্যামেরা, টিভি স্থাপন ও প্রার্থনাকক্ষের ব্যবস্থাপনা ফি বাবদ ৮৫ হাজার, বায়োমেট্রিক হাজিরা স্থাপনের জন্য আদায়কৃত ১ লাখ ৭০ হাজার, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহে বরাদ্দকৃত গভীর নলকূপের ৭০ হাজার ও ক্যাম্পাস থেকে মূল্যবান কাছ কেটে বিক্রির লক্ষাধিক টাকা এবং নিরাপত্তা ও অত্যাবশ্যকীয় খাত থেকে শিক্ষার্থী প্রতি ৩০০ টাকার স্থলে ৬০০ টাকা করে আদায় করে আত্মসাৎ করেছেন। গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজে শেষোক্ত ফি ৩০০ টাকা। মহিলা কলেজে প্রার্থনাকক্ষই নেই। এছাড়া অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা থেকে ৫ হাজার টাকা ও অন্যান্য পরীক্ষা থেকে ১০ হাজার টাকার বেশি গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ। কলেজের মাঠ ভরাট ও ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতার নামে মাঝে মাঝেই তিনি টাকা তোলেন কিন্তু কাজ দেখা যায় না। ব্যক্তিগত কাজে ঢাকা গেলে কলেজ থেকে টিএ-ডিএ নেওয়ার নিয়ম ভেঙে অতিরিক্ত মোবাইল বিল নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য কলেজে বরাদ্দকৃত রাজস্ব খাতের ৬ লাখ টাকার দ্রব্যাদি ক্রয় না করে মিথ্যা ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাতের বিষয়ে অডিট কমিটি আপত্তি উত্থাপন করে।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, অবিবাহিত শিক্ষকদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে তিনি নিজের বাস ভবনকে মেস হিসেবে ব্যবহার করেন। তাদের বিভিন্ন আর্থিক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিজের অনুগত চক্র তৈরি করেছেন।

প্রফেসর অশোক কুমার সরকার তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ও শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ আচরণের কথা অস্বীকার করেন। তার সরকারি বাস ভবনে স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা থাকেন না তাই শিক্ষকদের থাকতে দিয়েছেন বলে স্বীকার করেন।